২

জনপ্রশাসনের বিবর্তন

(Evolution of Public Administration)

জনপ্রশাসনের প্রাচীনত্ব (Antiquity of Public Administration)

সম্প্রতি জনপ্রশাসন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে স্থান পেলেও বিষয়টিকে খুবই নবীন আখ্যা দেওয়া অসংগত। কাইডেন বলেছেন (*Dynamics of Public Administration*, পৃ. ৩০) যে অষ্টাদশ শতকে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন দিক প্রকট হয় এবং বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা বা বিষয়ের মর্যাদায় আসীন। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জনপ্রশাসন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। আধুনিককালে বিষয়টি নতুন রূপ নিলেও এর প্রাচীনত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। যেদিন থেকে সভ্যতা সমাজকে নতুন রূপে সজ্জিত করতে লাগল বস্তুতপক্ষে সেদিন থেকেই জনপ্রশাসনের জন্ম। নগর-সভ্যতা গড়ে উঠল, তার প্রশাসনে নাগরিক ও শাসকের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া নানা বিষয় রূপ পেল। কিন্তু তখনও বিধিবদ্ধভাবে প্রশাসনের কোনো নীতি বা সূত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি যার জন্যে জনপ্রশাসন একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা ইংরেজিতে যাকে বলে discipline হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় পড়ানো হলেও জনপ্রশাসন সেই মর্যাদালাভে বঞ্চিত ছিল। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, সামরিক সংগঠন অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থায় যে ধরনের প্রশাসন চালু ছিল তাকে সাধারণ অর্থে জনপ্রশাসন বলা যেত। কয়েক শতক আগের ঘটনা এটি, তারপর সপ্তদশ শতকে ইউরোপের নানা ভাষায় জনপ্রশাসন পদটি স্থান করে নেয়। ইউরোপের রাজাদের প্রশাসনের দুটি দিক ছিল—একটি রাজ্যশাসন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজা ও প্রজার মিথস্ক্রিয়া এবং অন্যটি ছিল রাজপরিবারের প্রশাসন। প্রথমোক্তকে শেষোক্ত থেকে আলাদা করে ফেলার জন্যেই জনপ্রশাসন কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রশাসন যেদিন থেকে রাজপরিবারের হাত থেকে দক্ষ আমলাশ্রেণির হাতে চলে গেল সেদিন থেকে জনপ্রশাসন সঠিক রূপ নিল।

আধুনিক জনপ্রশাসনের জন্ম ও বিকাশের নানা স্তর (Origin and Stages of Development)

অতীতে প্রাশিয়ার সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটানো হয় তাকেই আধুনিক জনপ্রশাসনের আসল পূর্বসূরি বলে অনেকে মনে করেন এবং কাইডেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাশিয়া যে ব্যবস্থা চালু করেছিল তাতে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীগণের আচরণবিধি ও কাজও স্থান পেয়েছিল। এই কারণে প্রাশিয়াকে *আধুনিক জনপ্রশাসনের উদ্যোক্তা* বলা হয়। পরে প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ অনুসরণ করে। এইভাবে আমলাতন্ত্রের জন্ম হয়। অতীতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা ইচ্ছামতো শাসন চালাতেন যার ফলে জনপ্রশাসনের কোনো ধারা গড়ে উঠতে পারেনি। প্রাশিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব সেই ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং সেখান থেকেই জনপ্রশাসনের যাত্রা শুরু। আবির্ভাবলগ্নে জনপ্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যবসার শাস্ত্র বা আইনবিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, কারণ তখনকার দিনে আমলাদেরকে আইননির্ভর হয়ে প্রশাসন চালাতে হত। বলা বাহুল্য, এই প্রথার অস্তিত্ব স্বল্পস্থায়ী ছিল না।

আমলাতন্ত্র এবং জনপ্রশাসনের জন্ম হলেও শেষোক্তটি বিদ্যাবিষয়ক (academic) ও সুবিন্যস্ত আকার গ্রহণ করতে পারেনি, যার পেছনে প্রধান কারণ ছিল আমলাতন্ত্রের জন্য বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ এবং

প্রশাসনের উপযোগী একটি পাকাপোক্ত ধারণা তৈরি করে দেওয়া প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ এগুলি যে দক্ষ প্রশাসনের পক্ষে অপরিহার্য তা ভাবা হয়নি। উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটেন ও আমেরিকার পণ্ডিত ব্যক্তিরা জনপ্রশাসনের ওপর বিশেষ নজর দিতে শুরু করেন। শিক্ষা ও প্রশাসনিক জগতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গড়ে তোলাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন।

আধুনিক জনপ্রশাসনের ক্রমবিকাশ একদিনে হয়নি, এর পেছনে আছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। জনপ্রশাসন-বিশেষজ্ঞরা বিকাশের বিবর্তনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। পর্যায়গুলি পরস্পর থেকে যে স্বতন্ত্র তা নয়। তবে লক্ষ করার বিষয় হল জনপ্রশাসনের বিবর্তনের এক-একটি স্তর বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথম স্তর হল জনপ্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে দ্বিবিভাজন। এই স্তরের জন্ম উড্রো উইলসনের হাতে, যাঁকে জনপ্রশাসনের জনকের মর্যাদা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তরের সূচনা ঘটে বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থা বা scientific management ধারণায়। একাধিক জনপ্রশাসনবিদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনপ্রশাসনকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তৃতীয় স্তরে আমরা দেখি বৈজ্ঞানিক নীতির চেয়ে প্রথাবহির্ভূত আচরণ বা চিন্তাধারা প্রশাসনের ওপর বিস্তর প্রভাব ফেলে। এই গোষ্ঠীকে মানবসম্পর্ক গোষ্ঠী বা হিউম্যান রিলেসক স্কুল বলা হয়। চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে হার্বার্ট সাইমনের প্রশাসনিক আচরণ নামক চিন্তাধারা দিয়ে। সাইমন ছাড়া রবার্ট ডালও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চম স্তর শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দেয় সেখান থেকে। এছাড়াও আধুনিক জনপ্রশাসনের মধ্যে একাধিক বিষয় লক্ষ করা যায়, যেমন উন্নয়ন প্রশাসন, তুলনামূলক জনপ্রশাসন ইত্যাদি। এগুলিকে আমরা সর্বশেষ স্তরে ফেলতে পারি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে জনপ্রশাসন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, সমাজের নানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। নানা বিষয় বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে আজকের দিনের জনপ্রশাসন কেবল শাসনব্যবস্থার কোনও একটি দিককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। জনপ্রশাসনের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়ন সমানভাবে স্থান করে নিয়েছে।

প্রথম স্তর (First Stage)

জনপ্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গটির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি এবং এ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। উড্রো উইলসন এবং গুডনাউ এই দুজন হলেন উভয়ের মধ্যে দ্বিবিভাজনের মূল প্রবক্তা। উইলসন জনপ্রশাসনকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে ফেলার কথা বলেন। গুডনাউ তাঁর *Politics and Administration* নামক গ্রন্থে সরাসরি বলেন যে রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের কার্যরূপে উভয়কে স্বতন্ত্র করা একান্ত প্রয়োজন। গুডনাউ বলতে চেয়েছিলেন যে রাজনীতির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থেকে যায় এবং যে কারণে একে জনপ্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা অনুচিত। উভয়ে মার্কিন জনপ্রশাসনের প্রেক্ষাপটে এই দ্বিবিভাজন তত্ত্বটি সোৎসাহে প্রচার করেন। জনপ্রশাসনকে রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র করার ব্যাপারে মতভেদ থাকতে পারে, তবে এ কথা সত্য যে উইলসন ও গুডনাউ-এর চিন্তাধারার ফলে বিষয়টি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন শাখার মর্যাদা পায়। একে আরও জোরদার করে হোয়াইটের *Introduction to the Study of Public Administration*, যা ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য টানার প্রচেষ্টা যে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা নয়, অনুরূপ প্রচেষ্টা ব্রিটেনেও দেখা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তর (Second Stage)

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তেমন কিছু নয়। দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র নিহিত। জনপ্রশাসনকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতি বা মূল সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কাজে গড়ে তোলা হয়েছে। নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল মিতব্যয়িতা, কর্মদক্ষতা, পরিচালন কৌশল, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। যে-কোনো সংগঠনে এগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক, তা না হলে লক্ষ্য কখনও অর্জিত হবে না। বৈজ্ঞানিকগণ বলতে চেয়েছেন যে মূল্যবোধ বা আদর্শকে টেনে এনে জনপ্রশাসনকে ভারাক্রান্ত করা অনুচিত। বাস্তব পরিস্থিতি, সংগঠনের লক্ষ্য ইত্যাদিকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। টেলর ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরিচালনের অন্যান্য সমর্থক হলেন উইলোবি, মুনে প্রভৃতি। উইলোবির *Principles of Public Administration* ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। মুনের *Principle of Organisation*-ও বৈজ্ঞানিক পরিচালন ধারণার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে আসল পার্থক্য হল উইলসন, গুডনাউ প্রমুখেরা সাংবিধানিক ও আইনি দৃষ্টিতে জনপ্রশাসনকে দেখতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্তরের প্রবক্তাগণ সংবিধান ও আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ থেকে নিজেদেরকে বিরত করলেন। তবে জনপ্রশাসন ও রাজনীতির মধ্যে দ্বিবিভাজন দ্বিতীয় স্তরে পরিত্যক্ত হল না। জনপ্রশাসনের বৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে প্রতিপন্ন করার জন্য গবেষকগণ অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হন। এক সময় বৈজ্ঞানিক পরিচালন নীতি জনমানসে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অনেকে একে আবার যান্ত্রিক পরিচালন নীতি নামে অভিহিত করতেন। কারণ যন্ত্রের মতো কতকগুলি নীতি অবলম্বনই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই যান্ত্রিকতার জন্যই পরে বৈজ্ঞানিক পরিচালন জনপ্রিয়তা হারায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। দ্বিবিভাজন ও বৈজ্ঞানিক পরিচালনের নেতাগণের প্রচেষ্টার ফলে জনপ্রশাসন নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। পরিকল্পনা, নিরপেক্ষতা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়সাধন ও নীতিমান নিরপেক্ষতা ইত্যাদি জনপ্রশাসনে বিশেষ স্থান লাভ করে। জনপ্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দুই স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্মচারীগণের মধ্যে কাজ ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ার পক্ষে জোরালো ভাষায় যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁরা আরও বলেন যে জনপ্রশাসনকে রাজনীতি থেকে যে আলাদা করে ফেলার কথা বলা হয়েছে তা স্বেচ্ছাকৃত বা খামখেয়ালির বশে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিস্তর পরিমাণে বাস্তববাদিতা আছে। কারণ বাস্তব অবস্থায় দুটিকে আলাদা করা যায় না।

তৃতীয় স্তর (Third Stage)

টেলর ও তাঁর অনুগামীরা বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে প্রশাসন মহলে যে আলোড়ন তুলেছিলেন দুর্ভাগ্যের বিষয় তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। টেলরের নিজের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হল। বৈজ্ঞানিক পরিচালনের আসল উদ্দেশ্য ছিল কতকগুলি সাধারণ নীতি প্রবর্তন করে সংগঠনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা ও তার সঙ্গে উৎপাদন বাড়ানো। একাধিক ব্যক্তি এই নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন যে সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলির ওপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ এগুলি যদি অনুকূল হয় তাহলে উৎপাদন বাড়বে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ না করলেও। এই মতের প্রচারকরা মানবসম্পর্ক গোষ্ঠী বা Human Relations School নামে পরিচিত।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কয়েকজন গবেষক ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হথর্ন কারখানায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন যে বৈজ্ঞানিক নীতির চেয়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অবস্থা কর্মীদের কাজকে প্রভাবিত করে। শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধাদানের প্রলোভন দেখিয়ে কাজে উৎসাহিত করা যায় না। কর্মীরা নিজেদের মধ্যে যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা উৎপাদনের কাজে বিশেষ সহায়ক। সংগঠনের পরিচালন ব্যবস্থার জগতে হথর্ন কারখানার অনুসন্ধান এক বিপ্লব আনে। অনুসন্ধানকারীগণ সিদ্ধান্তে আসেন যে শ্রমিকদের আচরণ বা কাজকর্মকে তাদের অনুভূতি, মানসিক প্রবণতা বা ভাবাবেগ থেকে পৃথক করা যায় না। হথর্ন কারখানার গবেষণালব্ধ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থাকে সাংগঠনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে অপ্রতুল বলে ঘোষণা করে। হথর্ন কারখানার গবেষণা জনপ্রশাসনের তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটায় এবং মানবসম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। মানুষকে যন্ত্র বা পুরস্কারের দান বলে স্বীকার করতে অনুসন্ধানকারীগণ রাজি হননি। এইভাবে জনপ্রশাসনের একটি নতুন দিকের আবির্ভাব ঘটল।

চতুর্থ স্তর (Fourth Stage)

জনপ্রশাসনের ক্রমবিকাশের চতুর্থ পর্যায়ে (অথবা স্তরে) শুরু হয় হার্বার্ট সাইমনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিহেভিয়ার গ্রন্থ এবং রবার্ট ডালের প্রবন্ধ **দ্য সায়েন্স অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—থ্রি প্রোবলেমস** দিয়ে। বস্তুতপক্ষে সাইমনের গ্রন্থ ও ডালের প্রবন্ধ পূর্বসূরিদের জনপ্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে এবং জনপ্রশাসনের চিন্তাজগতে আলোড়ন তোলে। পিটার সেলফ বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যগুলি সবার সামনে তুলে ধরার পর সাইমন তাঁর নিজের তত্ত্বটি প্রচার করেন বা জনপ্রশাসন মহলে আচরণ-বিকল্প প্রতিরূপ বা *'অল্টারনেটিভ বিহেভিয়ার মডেল'* নামে খ্যাত। আচরণ-বিকল্প প্রতিরূপ-এর সারকথা হল :

সাইমন তাঁর মডেলে সিদ্ধান্তগ্রহণকে যে-কোনো সংগঠনে শীর্ষস্থানীয় প্রশাসকদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কাজটি দ্বিবিভাজন তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক পরিচালন ধারণার দ্বারা পরিচালিত নয়। একজন প্রশাসকের সামনে অনেকগুলি বা একাধিক বিকল্প থাকে এবং তার ভেতর থেকে তিনি সেই বিকল্পটিকে বেছে নেন যা তার কাছে সবচেয়ে বেশি লাভজনক (অথবা সুবিধাজনক) বলে মনে হয়। অথবা যে বিকল্পে ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে কম। এইভাবে হিসেবনিকেশ করে প্রশাসক সিদ্ধান্তগ্রহণ করবেন। সাইমন দাবি করেছেন যে পরম্পরাগত উদ্দেশ্য-উপায় মডেলের থেকে তাঁর মডেলের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সাইমনের আচরণ-বিকল্প প্রতিরূপ আচরণবাদের ওপর গড়ে উঠেছে, কারণ প্রশাসকদের আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রশাসনের চরিত্র এবং সংগঠনের উৎকর্ষ বা কাজকর্মের মুখ্য নিয়ামক। প্রশাসকগণ বিকল্পগুলিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন সেটি কিছু পরিমাণে তাদের ব্যক্তিগত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। সাইমনের *Administrative Behaviour* গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন আমেরিকায় ডেভিড ইস্টনের আচরণবাদ ও সাধারণ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছিল এবং আমাদের অনুমান সেই আলোচনার প্রভাব সাইমনের চিন্তাধারার ওপর পড়েছিল।

সাইমন আচরণ-বিকল্প প্রতিরূপকে ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট মূলসূত্র নেই, আছে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতি, আছে প্রশাসকের মনস্তত্ত্ব। সর্বোপরি আছে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সমালোচকগণ বলেছেন যে জনপ্রশাসনকে অন্যান্য ধারার (discipline) সঙ্গে সংযুক্ত করলে বিষয়টি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবে। উত্তরে সাইমন বলেছেন যে স্বাতন্ত্র্য হারাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং, জনপ্রশাসন এর ফলে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। জনপ্রশাসন যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা, ফলে বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয়ও থাকা দরকার। মোট কথা, সাইমনের আচরণ-বিকল্প প্রতিরূপ ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাইমনের মতে, প্রকৃত জনপ্রশাসন সামাজিক মনস্তত্ত্বের নীতিগুলি নিষ্ঠাসহকারে পালন করে চলবে।

বৈজ্ঞানিক পরিচালন নীতিমান-নিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল। সাইমন এসে তা বাতিল করে দিয়ে বলেছেন যে প্রশাসক মূল্যবিচার ও তথ্যবিচার উভয়কেই অনুসরণ করবেন। কোনো সিদ্ধান্ত মূল্যবিচার ও তথ্যবিচারকে অস্বীকার করতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন যে প্রশাসক যখন একাধিক বিকল্প থেকে একটিকে নির্বাচন করবেন তখন তাঁর কাজ বা সিদ্ধান্তের পেছনে পর্যাপ্ত যুক্তিসিদ্ধতা থাকা উচিত। *Administrative Behaviour* গ্রন্থে সাইমন এই যুক্তিসিদ্ধতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

রবার্ট ডালের যে প্রবন্ধটিকে জনপ্রশাসনের বিবর্তনের একটি অধ্যায় বলে পণ্ডিতেরা গণ্য করেন তা হল *The Science of Public Administration* এবং এটি ১৯৪৭ সালে *Public Administration Review*-তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে ডাল জনপ্রশাসনের তিনটি সমস্যার উল্লেখ করেছেন। প্রথম সমস্যা হল পণ্ডিত ব্যক্তিরা জনপ্রশাসনের আলোচনার ক্ষেত্র থেকে নীতিবাচক বিচারবিবেচনাকে বাতিল করে দিয়েছেন। অথচ এই ধরনের পদক্ষেপ জনপ্রশাসনের আলোচনাকে ফলপ্রসূ ও বাস্তবানুগ করে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ভৌত বা রসায়ন বিজ্ঞান নীতিমানমুক্ত বিশ্লেষণ চাইলেও জনপ্রশাসনে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো স্থান নেই।

রবার্ট ডাল-বর্ণিত দ্বিতীয় সমস্যাটি নিম্নরূপ : জনপ্রশাসনের বিজ্ঞান অতি অবশ্যই মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করবে। বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্ব, যাকে তিনি যান্ত্রিক তত্ত্ব বলেছেন, ব্যক্তির আচরণকে আদৌ স্বীকার করেনি এবং সেই কারণে তিনি একে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ডাল স্বীকার করেছেন যে এই মডেলের মধ্যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি বা অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। কিন্তু যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে সেগুলি অপসারিত হবে। সাইমনের মতোই রবার্ট ডাল মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তত্ত্বকে জনপ্রশাসনের আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গড়তে চেয়েছেন।

রবার্ট ডাল তাঁর নিজ দেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনবিদের প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই প্রশাসনবিদরা কতকগুলি গোনাগুনতি উদাহরণ বা তথ্য বিশ্লেষণ করে সর্বজনীন নীতি স্থির করে ফেলেন। এই স্বল্পসংখ্যক উদাহরণ বা তথ্য সীমিত পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। ডাল বলতে চেয়েছেন যে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে জনপ্রশাসনের জন্য কোনো সাধারণ নীতি বা মূলসূত্র নির্ধারণ করা যায় না। প্রচুর সংখ্যক উদাহরণ ও বিপুল তথ্য প্রয়োজন। জনপ্রশাসনের ভিত্তি হবে রীতিমতো ব্যাপক। সীমিত জ্ঞানের ওপর জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড়াবে না। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে একে সংজ্ঞায়িত করতে যাওয়া অসংগত। (The study of public

administration inevitably must become a much more broadly based discipline, resting no on narrowly defined knowledge of techniques and processes, but rather extending to th varying historical, sociological, economic and other conditioning factors.) সাইমন ও ডাহে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উভয়েই জনপ্রশাসনকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপ বিচার করেছেন। ফলে উড্রো উইলসনের দ্বিবিভাজন তত্ত্ব বা টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্ব দুই-ই অনেকখা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

পঞ্চম স্তর (Fifth Stage)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। নাইগ্রো এবং নাই বলেছেন : "After the World War II the whole concept of public administration expanded বৈজ্ঞানিক পরিচালন এবং অন্যান্য ধারণা পরিত্যক্ত হয়নি। কিন্তু এই অনুভূতি দেখা দিল যে কেবল বৈজ্ঞানি পরিচালন ও দ্বিবিভাজন দিয়ে জনপ্রশাসনের আলোচনা করা যাবে না। সিদ্ধান্তগ্রহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থ সম্পর্কিত আলোচনাকে জনপ্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যা উদারপন্থী শাসনব্যবস্থায় প্রেষপ্রভাবী ও স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং তারা নিজ নি স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল, যে চাপ এড়ে পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে প্রেষপ্রভাবী গোষ্ঠীগুলি সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যেতে লাগল। অর্থাৎ জনপ্রশাসন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় হয়ে পড়েনি।

আগেই বলা হয়েছে যে জনপ্রশাসনকে সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর প্রয়াস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা দেয়, কিন্তু এর ফলে জনপ্রশাসনের 'অস্তিত্বের সংকট' উপস্থিত হয়। কে কেউ বলতে লাগলেন যে জনপ্রশাসনের স্বতন্ত্র সত্তা এর ফলে বিলুপ্ত হবার মুখে উপস্থিত হয়। নৃতত্ত্ববিদ্যাকে এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা অনেকে বলেন। এটাই হচ্ছে অস্তিত্বের সংকট বা crisis of identity. কিন্তু আনন্দে বিষয় হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের সংকট জনপ্রশাসনের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয়নি বরং একে সমৃ করেছিল। নাইগ্রো এবং নাইগ্রোর ভাষায় : "Today public administration is interdisciplinary an while its links with political science remain, it has grown very broad in scope." আমরা মনে করি যে বর্তমানে জনপ্রশাসন তার অস্তিত্বের সংকট কেবল কাটিয়ে ওঠেনি, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থে সম্পর্কহীন নয়।

নয়া জনপ্রশাসন (New Public Administration)

আমরা এ পর্যন্ত জনপ্রশাসনের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। সমাজবিজ্ঞানের এক অত্যন্ত গতিশীল শাখা হিসেবে এর বিবর্তন নিশ্চয় কোনো একটি পর্যায়ে গিয়ে স্থির থাকতে পারে না। নতুন নতুন গবেষকের দল এসে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলছেন এবং সে কারণে বিষয়টির ক্রমবিবর্তন একটি জায়গায় স্থির থাকছে না। নাইগ্রোদ্বয় বলেছেন যে গত শতকের সাতে দশকের শুরু থেকে জনপ্রশাসন সম্পর্কে নবীন গবেষকরা নতুন চিন্তার প্রবর্তন করেন। এটিকে নাইগ্রোদ্বয় ন জনপ্রশাসন বলেছেন।

নয়া জনপ্রশাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাইগ্রোদ্বয় বলেছেন : "Most emphasise the principle o social equity—the realisation of which they feel should be the purpose of public administration. They believe that in the past public administration had neglected the question of values in relation to the social purposes of government and that public officials have emphasised efficiency and economy of execution often at the expense of social equity." (p. 15). নবাগতরা বলতে চেয়েছেন যে নয়া প্রশাসনের লক্ষ্য হবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক ন্যা প্রতিষ্ঠা করাই যদি প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে সরকারি কর্মচারীগণের কাজ হবে সেইভাবে প্রশাসনি যন্ত্রকে পরিচালনা করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে প্রশাসকরা ব্যয় হ্রাস বা মিতব্যয়িতা এবং কর্মদক্ষতা অর্জ

করতে গিয়ে সামাজিক ন্যায় উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন জনপ্রশাসনের কাজে সর্বাধিক নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করবেন। কিন্তু নয়া জনপ্রশাসনের বক্তব্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায় অর্জন করাই লক্ষ্য হলে নিরপেক্ষতার নীতিকে বিসর্জন দিতে হবে।

জনপ্রশাসনের আন্তর্জাতিকীকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে জনপ্রশাসনের বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি কাইডেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। *Dynamics of Public Administration* গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জনপ্রশাসনের চরিত্র অনেকখানি জাতীয় স্তরে বন্দি ছিল। যেমন ব্রিটিশ জনপ্রশাসন বা আমেরিকান জনপ্রশাসন ইত্যাদি। দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে তা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল সেগুলির প্রভাব থেকে জনপ্রশাসন দূরে থাকতে পারেনি।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয় এবং এরই অধীনে বেশ কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা সনদ নির্মাতারা করে যান। এছাড়াও বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ এবং দারিদ্র্যপীড়িত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করার জন্য সংগঠন স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়, এগুলির পরিচালন ও প্রশাসনের নিমিত্ত সাধারণ নীতি ও গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য মূল সূত্র প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত দায়িত্বশীল মহল অনুভব করে, যার থেকে জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক প্রশাসন, যা এতকাল ছিল অপরিচিত। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি অনুভব করলেন যে জাতীয় জনপ্রশাসনের নীতিগুলিকে হুবহু আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রশাসন ও পরিচালনে প্রয়োগ করলে আশানুরূপ সুফল মিলবে না। তাই আন্তর্জাতিক প্রশাসন বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখা দিল। রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ বহু সংস্থা উপরিউক্ত সংগঠনগুলির সুষ্ঠু পরিচালন ও প্রশাসনের নিমিত্ত দক্ষ প্রশাসক গোষ্ঠী তৈরির কাজে অগ্রসর হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নেয়। প্রশাসনিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ব্রাসেলস-এ International Institute of Administrative Sciences স্থাপিত হয়।

সম্প্রসারিত পরিধি

কাইডেন বলেছেন : "A universal feature in the post-war years has been the rapid acceleration of the size and scope of public administration." দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেয় এবং কার্যত সামরিক বলপ্রয়োগ করে। সেই সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করে। সমস্ত কমিউনিস্ট দেশে জনপ্রশাসন এক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি সমস্ত আর্থনীতিক কাজ, সমাজকল্যাণ বিষয়ক কাজকর্ম এবং অন্যান্য বহুবিধ বিষয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সাম্যবাদী দল ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে জনপ্রশাসনের যে চেহারা ছিল সাম্যবাদী দলের শাসনে তা বদলে নতুন আকার নেয়। অন্যভাবে বলা যায় যে পরিধি বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়। কাইডেন আরও বলেছেন যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জনপ্রশাসনের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে, দেশগুলি পুঁজিবাদী হলেও ক্রমবর্ধমান জনমতের চাপে পড়ে সরকার জনকল্যাণমূলক কাজে অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সম্পাদনের ভার সরকারি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের জনপ্রশাসনের কাঠামো এবং মূল নীতি কোনো কোনো স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং নতুন নীতি বা মূল সূত্র প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত মহল অনুভব করে, যার ফলশ্রুতিতে জনপ্রশাসনের পরিধির সম্প্রসারণ হয়। যে সমস্ত নতুন ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল জনসংখ্যার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নজরদারি করা, আর্থনীতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া, বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যাকে কাজে লাগানো, পরিবেশদূষণ রোধ করা, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের ওপর নজর রাখা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টিও জনপ্রশাসনের আওতায় আসে। একজন সমালোচকের মন্তব্যে আমরা পাই : "The discipline has had to raise its sights beyond

housekeeping functions and to encompass the functional transformation taking place and the enhanced role of public administration in meeting societal needs."

উপসংহার (Conclusion)

আমরা এই অধ্যায়ে জনপ্রশাসনের বিকাশের ধারা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। উইলসন সাহেব চেয়েছিলেন যে জনপ্রশাসন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে কেবল প্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। সমাজবিজ্ঞানের কোনো শাখা বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা তিনি ভাবেননি। আমরা উইলসনকে দোষ দেব না। বরং বলব যে ১৮৮৭ সালে জনপ্রশাসনকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দেওয়ার তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন, এজন্য বিশেষ কৃতিত্ব তাঁর পাওনা। একশো বছরের অধিককাল আগে সমাজের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থা যা ছিল আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এক শতক পরের ঘটনা অনুমান করে জনপ্রশাসনের রূপরেখা রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি যে যুক্তিতে রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের মধ্যে পরকীকরণের সুপারিশ করেছিলেন আজ তার প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও তখন যে ছিল সে বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। জনপ্রশাসনের নিরপেক্ষতাকে তখনকার দিনে সর্বাধিক কাম্য বিষয় বলে বিবেচনা করা হত।

আমরা দেখেছি উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য জনপ্রশাসনকে উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মোদ্যোগী ব্যক্তি গ্রহণ করেন। পরের পর্বে সেগুলি তীব্রভাবে সমালোচিত হলেও নিরপেক্ষ বিচারে সেগুলিকে খোল-নলচেসহ বিসর্জন দেওয়ার কথা কেউ বলেননি। আচরণবাদের যখন মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের অবস্থা এবং মার্কিন মল্লুকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগৎ যখন পূর্ণমাত্রায় এর প্রভাবাধীন তখন জনপ্রশাসন সেই সার্বিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে এমন চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। কার্যক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে ব্যক্তির মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ইত্যাদি বিষয় জনপ্রশাসনের ওপর ছাপ ফেলে, এই কথাটি সাইমন ও তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানও এদের ওপর প্রভাব ফেলে, তা ডেভিড ইস্টনসহ একাধিক ব্যক্তি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাঁচের ও ছয়ের দশকে আমাদের সামনে হাজির করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৌলিন্য তাতে রসাতলে গেল বলে কেউ হা-হুতাশ করেননি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে জনপ্রশাসন সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত—একথা অনেকে সাহস করে বলতে লাগলেন এবং সমালোচকগণ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন যে বিষয়টি স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সংকটে পড়েছে। অর্থাৎ জনপ্রশাসন যে স্বতন্ত্র বিষয় তা আর কেউ মানতে চাইছেন না। আমরা বলি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বৌদ্ধিক আদানপ্রদানে বিষয়ের কৌলিন্য বা মর্যাদা হ্রাস পায় না। কাইডেন বলেছেন (**ডায়নামিকস্ অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন**, পৃ. ২৭৮) যে সাম্প্রতিককালের গবেষকবৃন্দ জনপ্রশাসন নিয়ে আলোচনাকালে আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা শুরু করার সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার ফলে বিষয়টির গণমুখীনতা বহুলাংশে বেড়ে যায়। বেড়ে যে গেছে তার প্রমাণ আমরা 'জনপ্রশাসনের আন্তর্জাতিকীকরণ' ও 'সম্প্রসারিত পরিধি' শীর্ষক আলোচনায় (৩য় অধ্যায়) দেখেছি।

কাইডেন বলেছেন যে নবীন ও উদ্যোগী গবেষকদল যদি নতুন কর্মোদ্যম নিয়ে জনপ্রশাসনকে গণমুখী এবং সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত করার কোনোরকম প্রয়াস না নিতেন তাহলে এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হত না। বাড়তি রস সিঞ্চিত না হলে অকালমৃত্যু অবধারিত ছিল। আমরা হয়তো এইভাবে আলোচনা না করে বলতে পারি যে সমাজ গতিশীল বলে এর সঙ্গে তাল রেখে তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান বা বিষয়গুলিকে পরিবর্তনের সামিল হতে হবে। গত শতকের ছয়ের ও সাতের দশকের জনপ্রশাসন তাই হয়েছে, আয়ব্যয়, পরিকল্পনা, জনকল্যাণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত প্রসার জনপ্রশাসনের পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছে।

জনপ্রশাসনের মধ্যে নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রবেশ ঘটছে। বিষয়টি আজ আর কেবল সাধারণবিদদের মুঠোয় নেই, প্রযুক্তিবিদ বা কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিভাবানরা আজ জনপ্রশাসনের হাল ধরতে এসেছেন। এর পেছনে যে কারণটি কাজ করেছে তা হচ্ছে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা। আইন প্রণয়ন ও আইনের বাস্তবায়ন উভয়বিধ কাজ সাধারণবিদদের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না, প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য দরকার হয়ে পড়ছে। জনপ্রশাসনে এদের উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তারে কেউ-কেউ (বিশেষ করে সাধারণবিদরা) আতঙ্ক বোধ করলেও সাধারণ মানুষ একে কল্যাণজনক বলে মনে করছেন। কারণ কারিগরিবিদ্যার অগ্রগমনকে কাজে লাগাতে হলে জনপ্রশাসন অপরিহার্য এবং সেখানে সাধারণবিদ ও প্রযুক্তিবিদ উভয়েই থাকবেন। জনপ্রশাসনকে যদি আমরা

বিশালাকার অট্টালিকা বলে মনে করি তাহলে বলব তার দেহে একটু নতুন অংশ সংযোজিত হয়েছে এবং তা দৃষ্টিকটু বা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়।

মারিনি (Marini) সম্পাদিত *The New Public Administration* গ্রন্থটিতে (সানফ্রান্সিস্কো ১৯৭০) জনপ্রশাসনকে নতুন যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বইটির এক জায়গায় আছে যে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসনকে পরিত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রয়োজন বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন ও সূত্রায়ন। বস্তুগত পরিবেশ বা পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে জনপ্রশাসনকে কালোপযোগী করে তোলা যায় না। নয়া জনপ্রশাসন পরম্পরাগত বা পূর্ববর্তী জনপ্রশাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়। বাস্তবোচিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়া জনপ্রশাসনের প্রবক্তারা আলোচনায় ব্রতী হন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উন্নয়নের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে এবং দেখে যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে প্রশাসনকে যুক্ত করতে হবে। প্রশাসনের আগে তাই উন্নয়ন শব্দটি যুক্ত হয়ে একে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। উন্নয়ন প্রশাসন জনপ্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের শেষ পর্যায় নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়। বিকাশশীল এবং উন্নত সমস্ত দেশের প্রশাসনবিদগণ আজ জনপ্রশাসনকে সেই দৃষ্টিতে দেখার কথা ভাবছেন। আমরা পরের অধ্যায়ে উন্নয়ন প্রশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

পরিশেষে আমরা নিকোলাস হেনরিকে স্মরণ করে বলতে পারি : Public Administration is the device to reconcile bureaucracy with democracy. Public Administration is a broad-ranging and amorphous combination of theory and practice; its purpose is to promote a superior understanding of government and its relationship with society it governs as well as to encourage public policies more responsive to social needs and to institute managerial practices attuned to effectiveness, efficiency and the deeper human necessities of the citizenry (p. 2). হেনরি জনপ্রশাসনের সত্যিকারের স্বরূপটি ওপরের মন্তব্যে খুবই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমলা ছাড়া প্রশাসন অচল। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কাছে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়ার প্রশ্ন নেই। জনপ্রশাসনের কাজ হল আমলাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে জনপ্রশাসনকে বাস্তবানুগ ও সমৃদ্ধশালী করে তোলা। সরকারকে নীতি প্রস্তুত করতেই হবে। কিন্তু সেই নীতি যেন সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক নাগরিকের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। জনপ্রশাসনের জন্য প্রয়োজন পরিচালন ব্যবস্থার পুনর্গঠন। কিন্তু সেই পুনর্গঠনের লক্ষ্য হবে দক্ষতা, কার্যকারিতা ও জনগণের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে কর্মকুশলতা। সর্বোপরি জনপ্রশাসনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে জনগণ প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহবোধ করে। এর জন্যে প্রয়োজন একটি অনুকূল পরিবেশ যা গড়ে তোলার দায়িত্ব জনপ্রশাসনের। আধুনিক জনপ্রশাসন সম্বন্ধে এটাই অন্তত সাময়িক-ভাবে শেষ কথা।